১৭ বছর জেল-জুলুম সহ্য করেছি বিএনপিকে বাঁচানোর জন্য – আমজাদ হোসেন

গাংনীতে বিএনপির উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে উপজেলার হিন্দা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

হিন্দা গ্রাম বিএনপির সাবেক সভাপতি মোঃ শাজাহান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের পূর্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ আমজাদ হোসেন।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, “বিএনপির নেতাকর্মীরা গত ১৭ বছর ধরে আওয়ামী লীগের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অথচ এখন বিএনপির কমিটি গঠনের সময় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে, পিঠে চেয়ার ভাঙছে। আমরা তাহলে কোথায় যাব? যারা এতোদিন জুলুম নির্যাতন সহ্য করে বিএনপির জন্য লড়াই করেছে, তাদের ভবিষ্যৎ কী?”

তিনি আরও বলেন, “জেলাতে আমাকে, মাসুদ অরুন এবং বাবলুকে বাদ দিয়ে কমিটি গঠন করা যাবে না। আমরা মামলা-মোকদ্দমা লড়েছি, নিজের টাকা খরচ করেছি, বিএনপিকে টিকিয়ে রাখার জন্য জীবন দিয়েছি। অথচ এখন দেখছি, বিভিন্ন জায়গায় কমিটি গঠনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। যেখানেই কমিটি গঠিত হচ্ছে, সেখানেই মারামারি হচ্ছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করছে।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি নাছির উদ্দীন, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, সাহারবাটি ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমাতারা খাতুন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক খাইরুল আলম কালাম, পৌর বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়ামিন হোসেন

বাবলু, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসানুল হক সুমন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সুজন মাহমুদ, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, গাংনী বিএনপির ২ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাসহ গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাসহ বিভিন্ন মামলার ৫ আসামি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৩ জন রয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে আজ শুক্রবার সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, কালি গাংনীর মোঃ আওলাদ হোসেনর ছেলে কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোঃ আবুল কাশেম (৪৮), সুবিদপুর খানপাড়ার মোঃ ইলিয়াস মল্লিকের ছেলে মোঃ রাকিবুল মল্লিক (২৩) এবং সুবিদপুর খানপাড়ার মৃত ইদ্রিস মল্লিকের ছেলে ইলিয়াস মল্লিক (৪৬)।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, ফতেহপুর গ্রামের মোঃ তাহাজ উদ্দিনের ছেলে গাংনী পৌর ৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মাসুদ রানা (৪৬) এবং বামুন্দী ক্যাম্পপাড়ার মৃত তাহের উদ্দিনের ছেলে বামন্দী ১ নং ওয়ার্ড কৃষক লীগের সাবেক সভাপতি আবু বক্কর (৫৪)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও গাংনী

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

গাংনীতে এনসিপির ঈদ সামগ্রী বিতরণ

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর উদ্যোগে মেহেরপুরের গাংনীতে অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে এ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সাকিল আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ঈদ উপহার বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, শামীম আহমেদ আজম, সংগঠক আমির হামজা, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ মাহমুদ, ফরিদুল আলম পান্না, তানভীর মেহেদী ইমন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক মিয়াদুল ইসলাম, সাংবাদিক রাশিদুল ইসলাম বোরহান ও স্কুল শিক্ষক সামসুল হুদা।

গাংনী উপজেলার প্রায় আড়াইশো পরিবারের মধ্যে ঈদ উপহার প্রদান করা হয়। উপহারসামগ্রীর মধ্যে চাল, তেল, চিনি, সেমাই, লবণ ও আটা ছিল।

এসময় তুর্কি জনগণের পাঠানো গিফট বক্সও উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের ৬ জনসহ ১১ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের পৃথক অভিযানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং জামায়াত নেতার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার মামলায় আওয়ামী লীগের ৬ নেতাকর্মীসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আওয়ামী লীগ নেতারা হলেন গাংনী উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের মৃত রহমানের ছেলে আব্বাছ আলী , বাঁথানপাড়া গ্রামের আব্দুল গনির ছেলে রাশিদুল ইসলাম , বাহার আলীর ছেলে কাজল হোসেন , গাংনী ইদ্রিস আলীর ছেলে থানাপাড়ার জসিম উদ্দিন , সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আবুল খয়েরের ছেলে ইমদাদুল হক এবং আবুল হাসেমের ছেলে বজলুর রহমান।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মামলা এবং মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর ছমির উদ্দিনের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার মামলা রয়েছে।

এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অপর অভিযানে গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম এবং বিশারথ হোসেনের ছেলে বিপ্লব হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব -১২) সিপিসি মেহেরপুর ক্যাম্পের মাদক বিরোধী অভিযানে ৯০ পিচ ইয়াবাসহ মিজানুর রহমানকে আটক করেছে।

এছাড়া মুজিবনগর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাগোয়ান গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে রবিউল ইসলাম ময়নাকে একটি মামলায় গ্রেফতার করেছে।

বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী থানা পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে আওয়ামী লীগের এসব নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। একই সময়ে মাদকসহ অন্যান্য মামলায় ৫ আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে জেলা জামায়াতের সাবেক আমিরের বাড়ি ঘরে

হামলা , অগ্নিসংযোগ এবং গাংনী থানায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দায়ের করা মামলা রয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন বিজ্ঞ বিচারক।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে এক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে এক জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই এক জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত হলেন চৌগাছার মৃত আঃ মান্নানের ছেলে মোঃ গোলাম কিবরিয়া (৫২)।

গ্রেফতাকৃতকে আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে , আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহান স্বাধীনতা দিবস।

প্রত্যুষে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে ৩১ বার তোপধ্বনির

মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

এরপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এরপর একে একে জেলার মুক্তিযোদ্ধা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সকাল ৯টায় স্টেডিয়াম মাঠে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দিনের বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সভা, উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। প্রত্যুষে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার নেতৃত্বে উপজেলা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর পুলিশ বিভাগ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন দফতরের উদ্যোগে পৃথকভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। মুজিবনগরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে ওসি মিজানুর রহমানের নেতৃত্বেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিভিন্ন সরকারি দফতর, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

গাংনীতে হোমিও ডাক্তারের চেম্বার থেকে অ্যালকোহল উদ্ধার, ডাক্তার আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে হোমিও ডাক্তারের চেম্বার থেকে বিপুল পরিমাণের অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়েছে। এ সময় আটক করা হয় অভিযুক্ত ডাক্তারকে।

আটককৃত হোমিও ডাক্তার নিলুফার ইয়াসমিন উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মৃত হাফিজ উদ্দীনের মেয়ে। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার আড়ালে এলকোহল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী যৌথ বাহিনীর মাদক বিরোধী ট্রান্সফোর্সের অভিযানে ১,১২২ বোতল অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়, যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট প্রিতম সাহা।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, গাংনী বাজারের জেলা পরিষদ মার্কেটের “হাফিজ হোমিও হল” থেকে অ্যালকোহল বিক্রির গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে নিলুফার ইয়াসমিনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার নিজ বাড়ির রান্নাঘর ও পরিত্যক্ত খড়ির ঘর থেকে আরও বিপুল পরিমাণ অ্যালকোহল উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, আটককৃত নিলুফার ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে তাকে থানায় হস্তান্তর করা হবে।

অভিযানকালে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মিজানুর রহমান, ২৭ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ওয়ারেন্ট অফিসার ফারুক হোসেন এবং গাংনী থানার একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ গ্রেপ্তার ১১

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে জিআর মামলার আসামিসহ বিভিন্ন মামলার ১১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৯ জন রয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, কুতুবপুরের মৃত আঃ আজিজের ছেলে মোঃ শামসুল (৫৬) এবং হোটেল বাজারের পিতা - মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে রাশেদুর রহমান মামুন (৪৯)। গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো, গাংনী পূর্ব মালসাদহের মৃত আমজাদ আলীর ছেলে মোঃ আঃ গাফফার (৩৫), পশ্চিম মালসাদহের মোঃ জামাল উদ্দিনের ছেলে মোঃ রকিকুল ইসলাম (২৫), ফতাইপুরের মৃত মঙ্গল শেখের ছেলে মোঃ জনি (৪২), হেমায়েতপুরের মৃত ওয়াজ আলীর ছেলে মোঃ হাসেম (৪৫), চৌগাছা মোল্লাপাড়ার মৃত আওলাদ হোসেন মোল্লার ছেলে মোঃ জাকির হোসেন মোল্লা (৬০), রায়পুরের খোশদেল বিশ্বাসের ছেলে মোঃ আব্দুল হান্নান ওরফে হনা (৫০), চাঁদপুরের আবু হানিফের ছেলে রাশিক আহমেদ (২৭), সাদেক আলীর ছেলে

আরশেদ আলী (৪২) এবং ভাটপাড়ার মৃত রমজান আলী দেওয়ানের ছেলে খোকন দেওয়ান (৬২)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল অভিযানের নেতৃত্ব দেন। গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১০

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে জিআর মামলার আসামিসহ বিভিন্ন মামলার ১০ আসামি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১ জন ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৯ জন রয়েছে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাত থেকে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার তিনটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতারকৃত হলো , পিরোজপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মৃত নূর মোহাম্মদের ছেলে হামিদুল (হাফি) (৩৮), হরিরামপুর গ্রামের মোঃ তারা মিয়ার ছেলে মোঃ পাপ্পু (২২), মোঃ খোরশেদের ছেলে মোঃ তারা মিয়া , পোষ্ট অফিস পাড়ার মোঃ আমিরের ছেলে মোঃ রুবেল হোসেন (৪২), কুতুবপুর মধ্যপাড়ার মৃত কাশেম চৌকিদারের ছেলে মোঃ সোহেল (৩৯), শহরের উত্তর খাঁন পাড়ার আঃ হামিলের স্ত্রী মোছাঃ কাইফা খাতুন , আঃ হালিমের ছেলে মোঃ সাব্বির হোসেন , তাঁতী পাড়ার আমির আলীর ছেলে মোঃ আঃ হালিম , উজলপুরের উসমান গনির ছেলে মোঃ সজিব এবং গাংনী উপজেলার গ্রেফতারকৃত হলেন কুষ্টিয়া মিরপুরের মোঃ নুরুল ইসলামের

ছেলে মোঃ মফিজুল ইসলাম (টুটুল)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরা হলো না প্রবাস ফেরৎ যুবকের

বিয়ের বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত আলগামনের সাথে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাগর মিয়া (২৪) নামের এক সৌদি প্রবাস ফেরত এক যুবক হয়েছেন।

আজ শনিবার দিবাগত রাত ৮ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কের চৌগাছা এতিম খানার সামনে এই সড়ক দূর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত সাগর মিয়া গাংনী উপজেলার (কুঠি) ভাটপাড়া গ্রামের তোজাম্মেল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত সাগর মিয়া গাংনী বাজার থেকে মোটরসাইকেল যোগে ভাটপাড়াতে ফিরছিলেন। চৌগাছা এতিমখানার অদুরে নাবিল ফার্নিচারের কাছে একটি পাখিভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা আলগামনের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। এতে সাগর মিয়া রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে মারাত্বক আহত হন। তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সাগর মিয়া বিয়ে করার উদ্যেশ্যে গত ৪ দিন আগে ২ মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। ঈদের পরের দিন গাংনী উপজেলার রাজনগর গ্রামে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আজ

বিকালে তিনি গাংনী বাজারে নিজের বিয়ের কিছু বাজার করে বাড়ি ফিরছিলেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে।